আলমডাঙ্গায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারিদের সহায়তা দিতে মতবিনিময়

উপজেলাব্যাপী গ্রামের ছোট ছোট দুগ্ধ খামারি ও পোল্ট্রি খামারিদের জন্য করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আর্থিক সুবিধার ঘোষণা দিয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর সরকারি এই অনুদান সুফলভোগিদের মাঝে বিতরণ করবে। রবিবার বিকালে আলমডাঙ্গা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত একটি মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল কাফির সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কবলে আজ বিশ্ব অর্থনীতি। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। দেশের অন্যান্য এলাকার মত আমাদের উপজেলাতেও তৃণমূল পর্যায়ে অনেক ছোট ছোট দুগ্ধখামারি ও পোল্ট্রি খামারি রয়েছে যারা করোনাকালীন আর্থিক মন্দায় পড়েছেন। সরকার এইসব ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের আর্থিক সহায়তা করতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের মাঝে আর্থিক অনুদান বন্টন করবে। শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সুফলভোগীদের যাচাইবাছাই করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ ও পোল্টি খামারিদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের নির্বাচন করে সরকারি আর্থিক সহায়তা দেব। এ জন্য আর্থিক

সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে আরও রয়েছেন সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, সদস্য ভেটেরিনারী নার্জন, উপজেলা মৎস কর্মকর্তা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

এই কমিটি তৃণমূল থেকে নিজস্ব লোকবল দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের নাম সংগ্রহ করবে। এরপর অধিকতর বাচাইবাছাইয়ের মাধ্যমে সুফলভোগিদের নির্বাচন করা হবে। এ ক্ষেত্রে সুফলভোগিদের হাতে হাতে নগদ টাকা দেওয়ার পরিবর্তে বিকাশ বা তদরূপ মাধ্যমে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা বিতরণ কেন্দ্রে দায়িত্বরত আনসার সদস্যকে পিটিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী’র (ওজোপাডিকো) নিরাপত্তারক্ষী আনসার সদস্য ইউসুপ আলীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত কেও জখম করেছে চুয়াডাঙ্গা মসজিদ পাড়ার কয়েক যুবক।

কনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় দু’জনের নাম উল্লেখ কেও অজ্ঞাত আরো কয়েক নামে সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ মো.ফকরুল আলম খান।

সাধারণ ডায়েরি সুত্রে জানা গেছে, শনিবার চুয়াডাঙ্গা ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী’র(ওজোপাডিকো) নিরাপত্তারক্ষী আনসার সদস্য ইউসুপ আলী যথারীতি দায়িত্ব পালন করছিলেন। সকাল আনুমানিক পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মসজিদ পাড়ার বিল্লাল

হোসেনের ছেলে টিপু ও আব্দুর রশীদের ছেলে রাসেলসহ কয়েক জন যুবক মদ্যপ অবস্থায় বিদুৎ বিতরণ কেন্দ্রে প্রবেশ করেন।

আনসার সদস্য তাদের গতিরোধ করে কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করলে যুবকরা অফিসারদেও নামে গালি-গালাজ করতে থাকেন। তারাআনসারসদস্যকে উপেক্ষাকরেসংরক্ষিতএলাকারদিকে দ্রুতযাওয়ার চেষ্টা করেন। আনসার সদস্য ইউসুপ আলী বাঁধা দিলে রাসেল ও টিপুসহ অজ্ঞাত আরো কয়েকজন তাকে দু’দফা মারধর করে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো)’র নির্বাহী প্রকৌশলী মো.ময়নুদ্দিন বলেন, ‘নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্য ইউসুপ আলীর একটি চোখে বেশ আঘাত লেগেছে। সরকারী দায়িত্ব পালনকালে এধরণের ন্যাক্কার জনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আইন অনুযায়ী দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে পাখিদের অভয়াশ্রম

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে শহরের সর্বত্র পাখিদের অভয়াশ্রম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাখিদের বাসস্থান তৈরির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এ উদ্যোগ নিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

এ উপলক্ষে শনিবার সকালে পৌর পানি শোধনাগার চত্বরে পাখিদের অভয়াশ্রম তৈরি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মণি জানান, পৌর এলাকায় গাছের ডালে ডালে মাটির পাত্র স্থাপন শুরু করা হয়েছে।পর্যায়ক্রমে পৌর এলাকার সকল ওয়ার্ডে ১০ হাজার মাটির পাত্র স্থাপন করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ইয়াকুব হোসেন মালিক, দোকান মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু, পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মণি, মুন্সি রেজাউল করিম খোকন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জানিফ প্রমুখ।

জীবননগর সাংবাদিকদের সাথে উপজেলা চেয়ারম্যানের মতবিনিময়

জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ও ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি হাসাদাহ প্রেসক্লাবে পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক ডি. এম. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্যে হাফিজুর রহমান বলেন, দেশকে মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। যেমন: মাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করা, বারবার সাবান দিয়ে হাত ধৌত করা। এভাবেই আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে পারি।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আয়েশা সুলতানা লাকি ও সহ-সভাপতি শামসুল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুন্সী কবীর হোসেন, কোষাধ্যক্ষ বদরুজ্জামান শ্যামল, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক আল-আমিন হোসেন, কার্যকরী সদস্য কবির আহম্মেদ, বিপুল রহমান, লিমন হুসাইন প্রমুখ।

দর্শনায় কৃষিতে নিরব বিপ্লবের কারিগর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পল্লব

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কৃতিসন্তান উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রবিউল কবির পল্লব একের পর এক অবদান রেখে চলেছেন কৃষি ক্ষেত্রে ।

জানা গেছে ২০১৪ সালে দর্শনার হঠাৎপাড়া রেলগেট থেকে শান্তি পাড়ার সুগন্ধা মাঠ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তায় নিজ খরচে লেবু গাছ রোপন করেছেন।

জানা গেছে তিনি ২০১৪ থেকে ২০২০ পর্যন্ত এই বৃক্ষরোপনের কাজে সহযোগিতা করে আসছেন। দুই কিলোমিটার রাস্তায় আনুমানিক ৪০০ কাগজি লেবু তিনি লাগিয়েছেন। উন্মুক্ত ভাবে এলাকাবাসী ৪০০ গাছের লেবু উপভোগ করছেন। এই ৪০০ লেবু গাছ লাগিয়ে তিনি দর্শনার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই মহৎ কাজ করার জন্য দর্শনা বাসী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রবিউল কবির পল্লবকে অনেক সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রবিউল কবির পল্লব উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় কর্মরত আছেন। সেখানেও তিনি কমলা চাষ, লেবু চাষ, ড্রাগন ফল চাষ, পেয়ারা চাষ সহ বিভিন্ন নতুন নতুন চাষ পদ্ধতিতে চাষীদের সহযোগিতা করেছেন এবং তাদেরকে সফল হতে সাহায্য করেছেন। তার সহযোগিতায় চাষবাস করে অনেক চাষী নিজের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে গিয়েছেন এবং ওই সকল চাষির কাছে দৃষ্টান্ত লাভ করেছেন এই উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রবিউল কবির পল্লব।

যার ফলে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কমলা চাষের উপর একটি স্মারক ক্রেস্ট গত ২১ আগস্ট ঝিনেদাহ জেলার ৩ আসনের এমপি শফিকুল আজম খান চঞ্চল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করেন। সবশেষে এই কৃষি উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রবিউল কবির পল্লব বলেন ভবিষ্যতে সকলের দোয়ায় আমি আরো ফলের গাছ রোপণ করতে চাই এবং কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কিছু করতে চাই।

আলমডাঙ্গার লক্ষিপুরে মসজিদ কমিটি নিয়ে উত্তেজনা, ইটপাটকেল নিক্ষেপ

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামে মসজিদের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও মুসল্লিদের মিছিল করার ঘটনাও ঘটে। শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় ওইসব ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

জানা গেছে, হারদী ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামের জামে মসজিদে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন পরিচালনা কমিটি না থাকায় গ্রামের মুসল্লিরা সম্প্রতি কমিটি গঠনের উদ্যেগ নেন। এ নিয়েই বাঁধে ফ্যাসাদ। গ্রামের লালন আলীর পুর্ব পুরুষরা মসজিদের জমি দান করে যাওয়ায় তারাই মসজিদের সবকিছু দেখভাল করে আসছিলেন।

সম্প্রতি গ্রামে মসজিদের জন্য নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে বাঁধা দিতে থাকে লালনের পরিবার। কমিটিতে তারা আসতে চান। কিন্ত গ্রামের মুসল্লিরা শুক্রবার জুম্মার নামাজের আগে মসজিদ চত্তরে বসে ওমর মালিথাকে সভাপতি ও আব্দুল মজিদকে সাধারন সম্পাদক করে একটি পরিচালনা কমিটির ঘোষনা দেন। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে পড়ে লালনের পরিবার। লালন সরাসরি মসজিদে এসে নব গঠিত কমিটি না মানার ঘোষনা দেন। এবং হুমকি-ধামকি দিতে থাকেন।

মুসল্লিরা সময় হয়ে যাওয়ায় নামাজে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইমাম নাামজ শুরু করে দেন। এ সময় লালনের বাড়ির ছাদ থেকে মসিজদকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু হয়। এভাবেই নামাজ শেষ হয়। এরপর মুসল্লিরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে লালনের বিরুদ্ধে মিছিল বের করেন। মুহুর্তেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু‘পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। খবর পেয়ে প্রাগপুর ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রনে আনে।

ক্যাম্পের আইসি এসআই আমিরুল ইসলাম জানান, মসজিদের কমিটি গঠনকে

কেন্দ্র করে দুই পক্ষ বিরোধে জড়িয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রনে নিয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য বলা হয়েছে।

মসজিদের ইমাম মৌলানা ইব্রাহিম জানান, একটি পরিবার সব সময় মসজিদের নিয়ন্ত্রন করায় মসজিদের কোন উন্নয়ণ হচ্ছিল না। এ জন্য গ্রামের মুসল্লিরা মসজিদের উন্নয়নের জন্য নতুন কমিটি গঠনের চেষ্টা করছে। তিনি জানান, পুরো গ্রামের লোক একদিকে। আর এর বিরোধীতা করছে শুধু লালনের পরিবার।

লালন মন্ডল জানান, মসিজদে আমরা জমি দিয়েছি। কিন্ত গ্রামের কিছু লোক আমাদের না জানিয়ে কমিটি গঠন করছে। মসজিদকে লক্ষ করে ইট নিক্ষেপের ঘটনা তিনি অস্বীকার করেন।

চুয়াডাঙ্গায় আ’লীগকর্মীকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গায় আলম হোসেন (৩৫) নামের এক আওয়ামী লীগকর্মীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এর আগে সন্ধ্যায় জেলা শহরের বেলগাছি রেলগেটের অদূরে একটি চায়ের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আলম হোসেন শহরের বেলগাছি মুসলিমপাড়ার সুরুজ আলীর ছেলে এবং আওয়ামী লীগের কর্মী।

এদিকে, আলম হোসেনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে রাতেই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী বেলগাছি রেলগেট এলাকার একজন ব্যবসায়ী জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পাশের একটি চা দোকানে বসে ছিলেন আলম

হোসেন। এ সময় একদল যুবক এসে সেখানেই তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। উপর্যুপরি কুপিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে আলম হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আলম হোসেনের হাত-পা, মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য কোপের চিহ্ন রয়েছে। রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আলম হোসেনের স্বজনরা জানান, আলম হোসেন একজন দিনমজুর মানুষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করে সংসার চালান। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা বিএডিসি ফার্মে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

কয়েক বছর আগেও একই এলাকায় আলম হোসেনকে কুপিয়ে জখম করেছিল সন্ত্রাসীরা। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি

সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের সময় শেষ হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে ধান-চালের দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা খাদ্যগুদামে ধান-চাল বিক্রি করেনি। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, সংগ্রহের সময় বাড়বে। নতুন ধান উঠেছে। আরো কিছু ধান-চাল কেনা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, জেলায় এ বছর পাঁচ হাজার ৩১০ টন ধান ও সাত হাজার ৬০৫ টন চাল কেনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ সময় নির্ধারণ ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা খাদ্য বিভাগ ধান কিনতে পেরেছে এক হাজার ২১০ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৩ ভাগ।

এছাড়া চাল কিনতে পেরেছে তিন হাজার ২৬৪ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৩ ভাগ।

তিনি জানান, ক্রয় কার্যক্রম শুরুর আগে লটারির মাধ্যমে পাঁচ হাজার ৩১০ জন কৃষক নির্বাচিত করা হয়। প্রত্যেক কৃষক এক টন করে ধান দিতে পারবেন। সেই হিসেবে নির্ধারিত কৃষকদের কাছ থেকেই ধান কিনে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু খোলা বাজারে দাম বেশি থাকায় নির্ধারিত কৃষকরা খাদ্য বিভাগের কাছে ধান বিক্রি করেনি। একই অবস্থা হয়েছে চাল কেনার ক্ষেত্রেও।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের কৃষক মাসুম আলী জানান, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে খোলা বাজারে ধান ও চালের দাম বেশি। এজন্য কৃষকরা খাদ্য গুদামে ধান ও চাল বিক্রি করেনি।

মিল মালিকরা জানান, খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত দামে চাল বিক্রি করতে হলে মোটা অংকের লোকসান দিতে হবে। এজন্য মিল মালিকরা খাদ্য বিভাগে চাল দিতে পারেনি। আমরা কিছুটা দাম বাড়ানোর দাবি করেছিলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, আরো ১৫ দিন সময় বাড়বে। বর্ধিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে। আমাদের আশা কৃষক ভাল দাম পাক। সেই অবস্থায় হয়েছে। বাইরে বিক্রি করে কৃষক ভাল দাম পেয়েছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে। জেলায় খাদ্য সংকট হবে না।

চুয়াডাঙ্গায় বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

চুয়াডাঙ্গায় দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মৃত্যুর হারও বেড়ে গেছে। জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত বেশিরভাগই পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। বরং তারা বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকার পাশাপাশি প্রকাশ্যে বাইরে ঘুরছেন। এ কারণেই আরো বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার ভয় রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শুধু আগস্ট মাসেই করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৭ জন।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা আক্রান্তর সংখ্যা এক হাজার ২৭৮ জন। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩২ জন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুরু থেকেই পরীক্ষা করা হয় ঢাকা, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে। বর্তমানে বেশিরভাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে। জেলায় পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কখনো কখনো অনেকের প্রতিবেদন এসেছে ৭-৮ দিন পর। কয়েকদিন আগে কৃষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চুয়াডাঙ্গার নমুনা পাঠাতে হয় ঢাকায়।

তখনও প্রতিবেদন আসতে দেরি হয়। এসব কারণেই অনেকে নমুনা পরীক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহী। তবে, করোনা আক্রান্তদের সামাজিকভাবে ভাল চোখে না দেখা, বাড়ি লকডাউন প্রভৃতি কারণে উপসর্গ দেখা দেওয়ার পরও অনেকে পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নন। যারা পরীক্ষা করাচ্ছেন না তারা প্রকাশ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন। যা খুবই ভয়ের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এসব কারণেই বাড়ছে সংক্রমণ।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলায় গত ১৬ মার্চ করোনার প্রথম রোগি সনাক্ত হয়। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেড় মাসে আক্রান্তর সংখ্যা ছিল মাত্র আট জন। এর একমাস পরে ৩১ মে এসে আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে হয় ৯০ জনে। ৩০ জুনে এসে তা ২২২ জনে পৌঁছে। এর একমাস পর ৩১ জুলাই এসে পজিটিভ সংখ্যা হয় ৬১৮ জন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় আগস্ট মাসে। শুধু আগস্ট মাসেই আক্রান্ত হয় ৬৫৪ জন। হিসাব অনুযায়ী শুধু আগস্ট মাসেই চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন। তার আগের সাড়ে চার মাসে মারা গেছেন ১০ জন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে করোনামুক্ত হওয়া মশিউর রহমান বলেন, উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটাই ঠিক সিদ্ধান্ত। অনেকে সামান্য জ্বর কাশি মনে করে তোয়াক্কা করছেন না। তারা হঠাৎ বিপদে পড়ছেন। এভাবে অবহেলা করার কারণে মারাও গেছেন কেউ কেউ। শেষসময়ে হাসপাতালে এসে ভর্র্তি হওয়ার দুএকদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এমন অনেকেই আছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারের এক ব্যবসায়ী

বলেন, বাজারে প্রচণ্ড ভীড়। মানুষ ভীড় করে কেনাকাটা করছেন। এ কারণেই করোনা ছড়াচ্ছে বেশি। পরীক্ষার পর সরকারিভাবে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গায়। আক্রান্ত হওয়ার পরও তারা থাকছেন হিসেবের বাইরে।

করোনা আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. শামীম কবির বলেন, এ মাসে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বেড়েছে। নিরাপদে থাকতে হলে স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। মাস্ক পড়তে হবে, সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। এগুলো মেনে সতর্ক থাকলে সংক্রমণ কমবে। কারো কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কিছুদিন চিকিৎসা নিয়েছেন এমন প্রায় সব রোগিই সুস্থ্য হয়েছেন।

আলমডাঙ্গার উদয়পুর- বাঁশবাড়িয়া রাস্তার গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামে রাস্তার গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে হবিবর রহমানের বিরুদ্ধে।

গতকাল উদয়পুর- বাশঁবাড়িয়ার রাস্তার পাশে একটি শিমুল গাছ কেটে বিক্রি করেছে বলে জানা গেছে। তবে হবিবর রহমান দাবী করেছেন গাছটি তার সম্পতির মধ্যে ছিল।

স্থানীয়রা জানান, উয়দপুর গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে হবিবর রহমান সরকারী রাস্তার পাশের একটি শিমুল গাছ কেটে বিক্রি করেছে। সে দাবী করলেও ওখানে কয়েকবার মাফ হয়েছে। ওখানে দুই চেনেই জমি রাস্তার নামে আছে।

দেখা গেছে হবিবর রাস্তার জমি দখল করে আছেন। গাছটি রাস্তার জমির ভেতর পড়ে। তবু সে সরকারী গাছটি কেটে বিক্রি করেছে।